সবিনয় নিবেদন

(বাউল মাচানের কিছু অংশ - ২০০৮)

মিজান উদ্দীন খান বাবু

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিক খুঁজেছি তোমায়
দক্ষ ট্র্যাক্যার হয়তো আমি নই
মাটিতে পরিত্যক্ত ছাপ কেকের টুকরোর মতন
অংশ দেখে ওজন উচ্চতা কিংবা শরীরের বৈকল্যতা
নির্ণয়ে অসমর্থ হয়েছি বারে বারে।

উত্তরে রিজার্ভ ফরেষ্ট দক্ষিণে পথিকৃতের নবীন বৃক্ষ
পূবে মাতাল হাওয়া পশ্চিমের আজন্ম বৈরতা
উঁচু খাড়া পাহাড়' পাহাড়ী ছাগলের মতন মাড়িয়েছি।

অতঃপর খানিক সমতলে এসে পুরোনো ডায়েরীতে দাগ কেটেছি
নিখুঁত গর্দভ আর বিশুদ্ধ বোকা বলে কথা।

ভূলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গনি তেমনি ফাঁকা
আগে মন করলে চুরি মর্ম শেষে হানলে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যে তা মধুতে মাখা
চকোরী দেখলে চাঁদে দূর হতে সই আজো কাঁদে !

তাকে দেখেছেন কি? শুধু তাহার মতন সে.....
পথিক ঃ বলেন যদি তার আদ্যোপান্ত ....
লাশঘর ঃ হায়নাদের সে কি উল্লাস উম্মাদনা!
পুলিশ ঃ আপনার সাথে তার কি সম্পর্ক?
বৈধ না অবৈধ?
সে কি সস্তা কোন কামিনী?
তার রেট কত?
সম্মানী কতো এনেছেন?

সবিনয় নিবেদন- অতঃপর কখন জানি মধ্য বয়সে এসে দাঁড়িয়েছি
অতিরিক্ত উচ্চতা না কি বয়সের ভারে হয়তোবা
অপমান অভিমানে ইদানীং একটু নুয়ে হাঁটি।'
অথচ হাঁটার উপরেই আছি সেই কবে শুরু হয়েছিল যাত্রা
তার হিসাব করে আজ আর কি হবে?
সুপ্রিয় পাঠক, আদালত নির্বাচন করেন
এবঙ বিচার হবে আজিকে এক নির্বোধের!